5th SEM (H)

CC - 12; SANTAL REBELLION (1855)

ANS:- কোম্পানীর আমলের কৃষক ও উপজাতি বিদ্রোহের ইতিহাসে সুদূরপ্রসারী সাঁওতাল বিদ্রোহ ছিল (1855-56) উপজাতীয় কৃষক আন্দোলনগুলির মধ্যে সর্বাধিক জঙ্গী ও হিংস্র চরিত্রের। অধিকাংশ সাঁওতাল উপজাতির এই বিদ্রোহ ছিল মূলতঃ সামন্তবিরোধী প্রকৃতির, এবং বহিরাগত অনুপ্রবেশ ও অর্থনৈতিক শোষণের প্রতিবাদী উপজাতীয় চেতনার এক স্বতন্ত্র বহিঃপ্রকাশ, স্বাধিকার ও হারানো জমির উদ্ধার অধিকার রক্ষার জন্য এই আন্দোলনের সূচনা হয়। ডি. সি. ঘোষাল তাঁর 'Santal Rebellion' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রধান তিনটি দিক ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা, সাঁওতাল জাতীয়তা ও সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠার চিন্তা।

পূর্বেকার কটক, ধলভূম, মানভূম, বরাভূম, ছোটনাগপুর, পালামৌ, হাজারিবাগ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে সাঁওতালরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করত। ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে রাজমহল পাহাড়ের কাছে এসে তারা জঙ্গল পরিষ্কার করে নেয় এবং জায়গাটির নাম দেওয়া হয় দামিন-ই-কোহ।

সাঁওতালদের শ্রমে সাঁওতাল পরগনার বনভূমি মানুষের বাসযোগ্য ও চাষযোগ্য হয়ে উঠলে ধীরে ধীরে মানী শ্রেণীর ও ব্যক্তির আনাগোনা বসবাস শুরু করে। মুনাফালোভী ফলে সৃষ্ট মহাজনশ্রেণী সাঁওতালদের সারল্য ও দারিদ্র্যের সুযোগ নেয় কৌশলে প্রতারণা করে ঋণ ও মহাজনী কারবারের জমিদার গোষ্ঠী। এই অঞ্চলে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশের ফলে সাঁওতালরা অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হন।

অন্যদিকে লোভী মহাজনরা সাঁওতালদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে তাঁদের টাকা ধার দিতেন এবং অনেক সময় চক্রবৃদ্ধি হারে তাদের জমিজমা দখল করে নিতেন। জমিদারদের চড়া রাজস্ব মেটাতে গিয়ে সাঁওতালরা মহাজনদের কাছে ঋণ নিতে বাধ্য হত। সাধারণ সাঁওতালদের উচ্চ হারে জন্য তার জমির ফসল, লাঙলের বলদ, এমনকি নিজেকে ও নিজের পরিবারকেও হারাতে হত। তার সেই ঋণের দশ-গুণ পরিশোধ করলেও তার ঋণের আসল শেষ পর্যন্ত শোধ হত না।

সাঁওতালদের সারল্য ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে ব্যবসায়ীরা নানাভাবে তাদের প্রতারণা করত। বাঙালী ব্যবসায়ীরা সাঁওতালদের কাছ থেকে সস্তা দরে ফসল কিনে চড়া দরে বাইরে চালান দিতেন এবং বাইরে থেকে লবণ, তেল প্রভৃতি দ্রব্য এনে সাঁওতালদের কাছে সেগুলি চড়া দামে বিক্রি করতেন, এছাড়াও ওজনের ব্যাপারে দুই রকমের বাটখারা ব্যবহার করে তারা সাঁওতালদের প্রতারণা করত।

Scanned with CamScanner

সাঁওতাল আন্দোলনের অন্যতম কারণ হিসাবে (Friend of India পত্রিকায়) ব্যবসায়ী মহাজনদের অন্যায় শোষণ ও অত্যাচারের কথা বলা হয়েছে। এই সময় রাজমহল, ভাগলপুর, বীরভূম, মুঙ্গের প্রভৃতি অঞ্চলে রেলপথ নির্মাণের কাজ শুরু হলে ইংরেজ কর্মচারী ও ঠিকাদারদের অত্যাচার শুরু হয়, এরা অমানবিক ভাবে সাঁওতালদের নিয়োগ করত, এমনকি সাঁওতালদের হাঁস মুরগি, ছাগল, মহিষ ছিনিয়ে নিত। কিন্তু সব থেকে অসহনীয় সাঁওতাল রমণীদের মান-সম্ভ্রম নষ্ট করা হত।

বহুকালের শোষণ ও নিপীড়নে উদ্বুদ্ধ হয়েই শোষক-অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সংকল্প নেয়। সিধু-কানু, চাঁদ ও ভৈরব এই চার ভাই নেতৃত্বে ও সাঁওতাল সম্প্রদায়, মোটামুটি দশ হাজার [illegible] জমায়েত হয়ে [illegible] স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠার [illegible] অভিযান — মহাজন-জমিদারদের ঘরে [illegible] নিজে নিজে আইন জারি করে [illegible] হয়। কিন্তু এই গণ-সংগ্রাম ইংরেজ সরকার [illegible] করে। নেতারা [illegible] ধরা পড়ে [illegible] এবং [illegible] হাজার সাঁওতালের [illegible] হলেও সাঁওতালরা কেউ বশ্যতা স্বীকার করেনি। নরহরি কবিরাজ, সুপ্রকাশ রায়, রণজিৎ গুহ, [illegible], [illegible] সরকারি নথিপত্র, [illegible] W.W. Hunter তাঁর 'Annals of Rural Bengal' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন যে, ইংরেজ জমিদার ও [illegible] শুরু হয়েছিল যে, এই অগ্নি বিদ্রোহে শুধু সাঁওতালরাই নয়, [illegible] অন্যান্য [illegible], মহাজনদের [illegible] এবং [illegible] ঐতিহাসিকরা। 'Calcutta Review' পত্রিকায় লেখা হয়েছে যে, [illegible] এই বিদ্রোহ [illegible], অত্যাচার এবং [illegible] সাঁওতাল [illegible] বিদ্রোহ [illegible] হয়,

পরিশেষে বলা যায় যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের [illegible] ও [illegible] সাঁওতালদের [illegible] সংগঠিত হয় ১৮৫৫ সালের ঐতিহাসিক 'সাঁওতাল হুল' বা বিদ্রোহ।

Uttam Chakraborty
Faculty Member,
Dept. of History
Narajole Raj College